রাজশাহীতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দর্শনার স্কুলছাত্র উদ্ধার, আটক-২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর মুক্তিপণ দাবি করা নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে রাজশাহী থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় রাজশাহীর পৃথক দুটি এলাকার দুই যুবককে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থীকে নিয়ে পুলিশের একটি দল দর্শনা থানায় ফিরে এসেছে। বর্তমানে আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থীর নাম নাইম উদ্দিন (১৪)। সে দর্শনা থানার প্রতাপপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আব্দুল আলীমের ছেলে এবং মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আটক দুজন হলেন রাজশাহী মহানগরের রাজপাড়া থানার আলীগঞ্জ এলাকার মো. রুবেল (৩৭) এবং রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার এলাকার মো. সুমন (৩৫)।

পরিবার ও থানায় দায়ের করা এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ২২ আগস্ট সকাল আনুমানিক ১১টা ৫ মিনিটের দিকে নাইম প্রতিদিনের মতো বাড়ির সামনে পাকা রাস্তায় খেলতে বের হয়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সে বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা প্রথমে আশপাশের বিভিন্ন স্থানে এবং পরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নিতে থাকেন। কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে ওইদিনই নাইমের বাবা আব্দুল আলীম দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। জিডির নম্বর ৯৯০।

এরপর ২৩ আগস্ট সকাল আনুমানিক ৭টা ১৫ মিনিটের দিকে ঘটনাটি নতুন মোড় নেয়। নাইমের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর থেকে তার বড় ভাই মাসুদের মোবাইলে কয়েকটি ছবি পাঠানো হয়। পরিবারের দাবি, ছবিগুলোতে নাইমের মুখ টেপ দিয়ে মোড়ানো এবং হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখা যায়।

ছবি পাঠানোর পর অজ্ঞাত ব্যক্তিরা নাইমকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে পরিবারের কাছে ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। দাবিকৃত টাকা না দিলে নাইমকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত দর্শনা থানা পুলিশকে অবহিত করেন। পরে অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবির ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় এজাহার দায়ের করা হয়। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে নিয়মিত মামলা রুজু করে নিখোঁজ শিক্ষার্থীকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম জানান, নাইম নিখোঁজ হওয়ার পর তার বাবা থানায় জিডি করেন। পরদিন সকালে ভিকটিমের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর থেকে পরিবারের সদস্যদের কাছে মুক্তিপণ দাবি করা হলে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে এজাহার পাওয়ার পর দ্রুত মামলা রুজু করে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়।

ওসি বলেন, মামলার পর দর্শনা থানা পুলিশের একটি দল রাজশাহীতে যায়। সেখানে রাজশাহী র্যাবের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে নাইম উদ্দিনকে উদ্ধার করা হয়। একই অভিযানে রাজশাহী মহানগরের রাজপাড়া থানার আলীগঞ্জ এলাকার মো. রুবেল এবং গোদাগাড়ী এলাকার মো. সুমনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়।

পরে উদ্ধার হওয়া নাইমকে নিয়ে পুলিশের দল দর্শনা থানায় ফিরে আসে। আটক দুজনকেও দর্শনা থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
ওসি নজরুল ইসলাম আরও জানান, আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নাইমকে কোথা থেকে অপহরণ করে রাজশাহীতে নেওয়া হয়েছিল, তাকে কোথায় ও কীভাবে আটকে রাখা হয়েছিল এবং মুক্তিপণ দাবির ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের ভূমিকা কী—এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে। তদন্তে জড়িত অন্য কারও নাম বা সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় অপহরণের ৯ দিন পর

যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অপহরণের নয় দিন পর রাফিন (২০) নামে এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত রাফিন পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের চিলাভালকী গ্রামের সৌদি প্রবাসী আক্তার হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১২ জুন) গভীর রাতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের অর্জুন খালে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে কুতুবপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত ও অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ৪ জুন সন্ধ্যা ৭টার দিকে মোবাইল ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হন রাফিন। পাশের পাইকপাড়া গ্রামের একটি সেতুর কাছে তাকে যেতে বলা হয়েছিল। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

স্বজনদের দাবি, ওই রাতেই রাফিন তার দাদির মোবাইল ফোনে কল করে জানান, তাকে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। একই সময়ে অপহরণকারীরা পরিবারের কাছে প্রথমে ১২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরে দরকষাকষির একপর্যায়ে দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ৮ লাখ টাকায় নামিয়ে আনা হয় এবং ১০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

পরিবারের সদস্যরা আরও জানান, অপহরণকারীদের হুমকি উপেক্ষা করে তারা আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। ছেলেকে উদ্ধারে তারা আলমডাঙ্গা থানা ও পাইকপাড়া পুলিশ ক্যাম্পে দৌড়ঝাঁপ করেন। পুলিশও মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালায়।

শনিবার (১৩ জুন) সকালে রাফিনের স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের পরনে থাকা জিনসের প্যান্ট দেখে সেটি রাফিনের বলে শনাক্ত করেন। তবে মরদেহের পরিচয় শতভাগ নিশ্চিত হতে ডিএনএ পরীক্ষাসহ বৈজ্ঞানিক তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “পরিবারের সদস্যরা মরদেহটি রাফিনের বলে শনাক্ত করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডিএনএ পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।”

এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, মুক্তিপণের টাকা না পেয়ে অপহরণকারীরা রাফিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে থাকতে পারে। তবে হত্যার প্রকৃত কারণ ও ঘটনার বিস্তারিত জানতে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

দর্শনার রাঙিয়ারপোতা থেকে স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন রাঙিয়ারপোতা গ্রাম থেকে দিনের বেলায় এক স্কুলছাত্রী অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার সকালে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ওই স্কুলছাত্রী অপহরণের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ছাত্রীর পিতা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। থানা পুলিশ স্কুলছাত্রীকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দর্শনা থানার রাঙিয়ারপোতা গ্রামের মো. শাহিন মিয়ার মেয়ে পার্শ্ববর্তী সিংনগর গ্রামের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। রোববার সকাল ৯টার দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে রাঙিয়ারপোতা গ্রামের ঘোনাপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় অপহৃত ছাত্রীর

পিতা মো. শাহিন মিয়া দুপুরে বাদী হয়ে একই গ্রামের বিল্লাল মিয়ার ছেলে সাজ্জাদ হোসেন (২০)-কে প্রধান আসামি করে দর্শনা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. হিমেল রানা বলেন, “এ ঘটনায় আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি এবং ভুক্তভোগীকে উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।”

মেহেরপুরে ইয়াবার টাকা বিরোধে সংঘর্ষ, অপহরণ

মেহেরপুরে পূর্ব বিরোধের জেরে পথরোধ করে মারধর ও অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের যৌথ একটি দল। পলাতক রয়েছে আরও একজন।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন। সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে মামলার বাদী ও অপহরণের শিকার মিয়ারুল ইসলাম ও তার পরিচিত গোবিপুর গ্রামের বাসার মেম্বারের ছেলে হৃদয় (৩৫) মোটরসাইকে মেহেরপুর শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আসামিরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের পথরোধ করে।

এসময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলামের সঙ্গে হৃদয়ের পূর্বের লেনদেনের বিষয় নিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। বাদী প্রতিবাদ করলে আসামিরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে হৃদয় দৌড়ে পালিয়ে গেলেও বাদীকে আটক করে লাঠিসোটা দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

পরে জোরপূর্বক সাগর হোসেনের ইজিবাইকে তুলে তাকে অপহরণ করে

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ার ক্রিসেন্ট ক্লাবে নিয়ে আটকে রাখা হয়।

খবর পেয়ে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ ও সদর থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ক্রিসেন্ট ক্লাব থেকে অপহৃত মিয়ারুল ইসলামকে উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থল ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। তবে অভিযানের সময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলাম কৌশলে পালিয়ে যায়।

অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত এবং অপরের মামলার আসামিরা হলেনঃ মুখার্জিপাড়ার সেলিম রেজার ছেলে রোহান হোসেন রিয়াদ (২৩), রিপন আলীর ছেলে আব্দুর রহিম (১৯ ও হাফিজুল ইসলামের ছেলে তাজ হোসেন (২৪), ফুলবাগান পাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে সাগর হোসেন (২৪) এবং তাতিপাড়ার মহসিন শেখের ছেলে মাহফুজুর রহমান (১৯) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪/৫ জন।
অপর আসামি ফুলবাগান পাড়ার হাসেম আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম (২০) কৌশলে পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিক অনুসন্ধানে পূর্বের টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও এ ঘটনায় মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।’

তবে অভিযোগ ও প্রতিবেদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইয়াবা কেনার জন্য পূর্বে লেনদেনকৃত টাকা আত্মসাৎকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের সূত্রপাত। আর তারই জের ধরেই সংঘর্ষ ও অপহরণের ঘটনা ঘটে।

মুজিবনগরে অপহরণের ৮ ঘণ্টা পর

কলেজছাত্র উদ্ধার, পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর এলাকা থেকে অপহরণের ৮ ঘণ্টা পর মাহিদ হোসেন নামের এক কলেজ ছাত্রকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ সময় অভিযানে বাধা দিতে পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করে অপহরণকারীরা। তবে তারা পালিয়ে যায়।

অপহৃত মাহিদ হোসেন মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামের চাকরিজীবী আমির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, অপহরণের পর মাহিদের পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খানের নেতৃত্বে মুজিবনগর থানা ও জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)সহ পুলিশের একাধিক দল তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালায়। রাত ২টার দিকে টেংরামারী গ্রামের একটি মাঠ থেকে চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় মাহিদকে উদ্ধার করা হয়।

এ সময় অপহরণকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে দুটি শক্তিশালী ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিশকে দেখে তারা মাহিদকে ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, অপহরণের খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশের একাধিক টিম মাঠে নামে। অপহৃতের মামার মুঠোফোনে মুক্তিপণ নিয়ে কথোপকথনের সূত্র ধরে অপহরণকারীদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। অপহৃতকে উদ্ধারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অভিযান চালানো হয়েছে। অপহরণকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে মাহিদ হোসেন তার দুই বন্ধু রিয়াদ ও জুনায়েদকে নিয়ে মুজিবনগর বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে কোমরপুর এলাকার একটি ইটভাটার কাছে পৌঁছালে অজ্ঞাত কয়েকজন তাদের তিনজনকেই অপহরণ করে। পরে রিয়াদ ও জুনায়েদকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মাহিদকে আটকে রেখে তার পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

মুজিবনগরে কিটনাশক ব্যবসায়ীর ছেলে অপহরণ, ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় কীটনাশক ব্যবসায়ীর ছেলেকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। অপহরণকারীরা ভুক্তভোগীর পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

অপহৃত যুবকের নাম মাহিদ হোসেন। তিনি মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামের বাসিন্দা আমির উদ্দিন ও রেশমা দম্পতির ছেলে।

ঘটনাটি ঘটে শনিবার (০৬/০১)২৬) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে। মাহিদ তার নিজ গ্রাম বাবুপুরে ফেরার উদ্দেশ্যে কোমরপুর বাজার থেকে রওনা দেন। পথিমধ্যে কোমরপুরের মশিউর রহমানের ইটভাটার নিকট অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারীরা তাকে অপহরণ করে।

এ সময় মাহিদের সঙ্গে একই গ্রামের আজিজুলের ছেলে রিয়াদ এবং ইলিয়াসের ছেলে জুনায়েদ উপস্থিত ছিলেন। অপহরণকারীরা তাদের তিনজনকে জোরপূর্বক মাঠের ভেতরে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। পরে মাহিদকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হয়।

অপহৃত মাহিদের বাবা হেকেম পেস্টিসাইড কোম্পানিতে চাকরি করেন। অপহরণের পর থেকেই পরিবার চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং দ্রুত তাকে উদ্ধার করার সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

মেহেরপুরে জামিনে মুক্ত আসামিকে আদালত চত্বর থেকে অপহরণ চেষ্টা, আটক ১০

মেহেরপুর আদালত থেকে জামিনে মুক্ত নুরুজ্জামানকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে টেনে হিঁচড়ে মাইক্রোবাসে তুলে নেওয়ায় ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের লিটন হোসেন (৪২), জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মিঠুন আলী (৩২), জিয়ারুল ইসলাম (৪৫), রামদেবপুরের পারভেজ মোস্তাক (৫১), আসাদুল ইসলাম (৪৫), কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার তেকালার জিন্নাত হোসেন (৩২), সাপাত আলী (৫০), রাজ্জাক (৬৫), প্রাগপুর বীরগাছীর শিপলু (৪৫) এবং মাইক্রোবাস চালক হোসেন আলী (২৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামিন শেষে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হওয়ার সময় কয়েকজন ব্যক্তি নুরুজ্জামানকে বেদম প্রহার করে জোরপূর্বক একটি মাইক্রোবাসে তুলে নেয়। আশপাশের লোকজন বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাঁশবাড়িয়া এলাকা থেকে ঢাকা মেট্রো-চ-৫৩-৮২০০ নম্বরের মাইক্রোবাসটিকে আটক করে। এ সময় অপহৃত নুরুজ্জামানসহ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে মেহেরপুর সদর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

নুরুজ্জামানের ভাই রাজু আহমেদ জানান, নুরুজ্জামান কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া গ্রামের মৃত আফজাল মালিথার ছেলে। বিদেশে যাওয়ার জন্য গাংনীর রামদেবপুর গ্রামের পারভেজ আশরাফের কাছে টাকা দেওয়া নিয়ে ২৭ লাখ টাকার একটি মামলা মেহেরপুর আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। জামিন পাওয়ার পর পারভেজ ও তার সহযোগীরা ক্ষিপ্ত হয়ে নুরুজ্জামানকে অপহরণের চেষ্টা চালায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে যা জেনেছি, তাদের মধ্যে একটি আর্থিক লেনদেন রয়েছে, যা বর্তমানে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন।

এ বিষয়ে আদালত ফয়সালা দেবেন। তবে তারা যে কাজটি করেছে একজনকে মারধর করে তুলে নিয়ে গেছে বা অপহরণ করেছে সে বিষয়ে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনেছি। যেহেতু তারা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ওসি আরও বলেন, বিদেশে যাওয়ার টাকা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, যা নিয়ে আদালতে মামলা চলমান। মামলার বর্তমান ভিকটিম নুরুজ্জামান কোর্টে আসার পর পারভেজসহ তার লোকজন এসে তাকে মারধর করে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে আমাদের পুলিশ তড়িৎগতিতে ভিকটিমকে উদ্ধার করে আসামিদের গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জজ আদালতে নুরুজ্জামানের বিরুদ্ধে পারভেজ মুস্তাকিমের দায়ের করা বিশ্বাসভঙ্গ (ধারা ৪০৬), প্রতারণা (ধারা
৪২০) ও অপরাধমূলক হুমকি (ধারা ৫০৬) সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

লিবিয়ায় অপহরণ; মুক্তিপেতে ১২লাখ টাকা লেনদেন বাংলাদেশে!

লিবিয়ায় কাজ করতে গিয়ে অপহরণের শিকার ঝিনাইদহ ও যশোরের দুই যুবক মোটা অংকের টাকা দিয়ে মুক্তি পেয়েছে। পাঁচদিন আটকে রেখে লিবিয়ার মাফিয়া চক্রটি দুই পরিবারের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ১২ লাখ টাকা। বাংলাদেশের দুইটি ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে রশিদ দেখানোর পর ফেরদৌস ও আলী হোসেন নামে দুই বাংলাদেশী যুবককে মুক্তি দেওয়া হয়।

পরিবার দুইটির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ১৯ এপ্রিল লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল শহর মিসরাতা থেকে যশোরের পলুয়া গ্রামের ফেরদৌস ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার রিশখালী গ্রামের আলী হোসেনকে অপহরণ করে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ। এই গ্রুপে লিবিয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশী দুর্বৃত্তরাও অংশ নেয়।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, লিবিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে কতিপয় বাংলাদেশী দুর্বৃত্ত সেদেশের মাফিয়া চক্রের সহায়তায় শ্রমিকদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করছে। লিবিয়ায় অপহরণ হলেও মুক্তিপণের বেশির ভাগ টাকা লেনদেন হচ্ছে বাংলাদেশে। ভুক্তভোগীরা বলছেন, পুলিশ তৎপর হলেই লিবিয়ায় অবস্থানরত এদেশীয় দুর্বৃত্তদের সহজেই সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা সম্ভব।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া জানান, এ ধরণের খবর পাওয়ার পর ভুক্তভোগী পারিবারের বক্তব্য জানতে পুলিশ পাঠানো হয়। ভুক্তভোগীরা যে সব একাউন্টে টাকা দিয়েছে ইচ্ছা করলে তারা মামলা করতে পারেন। মামলা হলে তদন্ত করে পুলিশ এদেশীয় এজেন্টদের খুজে বের করতে পারবে।

ক্যাসিনো হোতা তাঁতীলীগ নেতা নুরুল মাস্টারের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজের ২০২৫ সালের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগে নুরুল ইসলাম ওরফে নুরুল মাস্টার (৫৫) নামের এক বিতর্কিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

ভিকটিমের বাবা মোঃ হানিফ, মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামের বাসিন্দা, গত ২১ জুলাই মামলা নম্বর ১০, তারিখ ২১/০৭/২০২৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৭/৩০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

অভিযোগে বলা হয়, কলেজে আসা-যাওয়ার পথে প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটিকে অপহরণ করে গোপন স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। পরিবার মানব পাচারের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে।

ভিকটিমের বাবা মোঃ হানিফ বলেন, আমার মেয়েটি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। নুরুল মাস্টার অনেকদিন ধরে ওর পেছনে লেগে ছিল। এখন

কোথায় রেখেছে জানি না। পাচারের চেষ্টা করছে কিনা, সেটা নিয়েই সবচেয়ে বেশি শঙ্কা।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর মামলা রুজু হয়েছে। আসামি পলাতক, তাকে ধরতে অভিযান চলছে। ভিকটিমকে উদ্ধারের চেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

আগেও মানব পাচারের অভিযোগে আলোচিত ছিলেন নুরুল মাস্টার, নুরুল ইসলাম একজন শিক্ষক হলেও তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, অর্থপাচার ও মানব পাচার চক্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ বহু আগেই প্রকাশ পেয়েছে।

গত মাসে প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে আসে, তিনি ও তার সহযোগীরা ছাত্র-যুবকদের টার্গেট করে অনলাইন জুয়া ও পাচার নেটওয়ার্কে যুক্ত করতেন।

এই অপহরণ মামলা সেই পুরোনো অভিযোগগুলোরই বাস্তব প্রতিফলন বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

এক কলেজ শিক্ষক বলেন, এই অপহরণের ঘটনা প্রমাণ করে, এতদিন যা বলছিলাম তা মিথ্যা ছিল না। এই লোক অপরাধের ছত্রছায়ায় শিক্ষকতা চালিয়ে গেছে।

মেহেরপুরে অপহরণের সপ্তাহ পার হলেও উদ্ধার হয়নি স্কুল ছাত্রী

মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ায় অপহরণকারীসহ তার পরিবারের ৫ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন মেয়ের পিতা মন্টু মোল্লা। এক সপ্তাহ পার হলেও উদ্ধার হয়নি স্কুল ছাত্রী বৈশাখী খাতুন।

মন্টু মোল্লা মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মৃত দারেজ মোল্লার ছেলে।

অপহরনের দায়ে অভিযুক্তরা হলেন একই গ্রামের আলী হোসেন, তার স্ত্রী আলতা খাতুন, ছেলে সুমন, মেয়ে জান্নাতুল খাতুন ও রিপন হোসেন।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মন্টু মোল্লার মেয়ে অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী বৈশাখী খাতুনকে আলী হোসেনের ছেলে সুমন (২১) প্রায় দুই মাস যাবৎ আমার মেয়েকে উত্যেক্তা করে আসছে। বৈশাখি খাতুন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে অপহরনকারী সুমন বিভিন্ন খারাপ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তাকে উত্ত্যেক্তাসহ কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তার সেই কুপ্রস্তাবে বৈশাখী খাতুন সাড়া না দিলে বিগত ১৭ আগস্ট বেলা ১ টার দিকে আশরাফপুর বাউনঘাট এলাকায় অভিযুক্তরা সবাই তার পথ আটকে বৈশাখীকে তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ খবর পাইনি।

এঘটনায় অপহরণকারী সুমন ও তার পরিবারের ৫ জনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভূক্তভোগী পিতা মন্টু মোল্লা।

তিনি বলেন, আমার ছোট নাবালিকা মেয়েকে তারা জোরপুর্বক অপহরণ করে নিয়ে গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত পুলিশ তাদের কোনো খোঁজ পাইনি। এব্যাপারে থানায় মামলা করার পর সাহেবপুর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে মাত্র একদিন সুমনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সুমনের মায়ের মোবাইল ফোন নিয়ে এসেছিল। তার কয়েক দিন পর সেই মোবাইল ফোন ফেরৎ দিয়ে এসেছে।

সাহেবপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, ওই ছাত্রীকে উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবেও কথা বার্তা চলছে উদ্ধারের। মেয়েটি এর আগেও একই ছেলের সাথে দুই বার চলে গেছিল। সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।